কড়া শাসনে কি সুফল মেলে?

● নাসিমা হোসেন

সোহেল, এই সোহেল দরজা খোল। বন্ধ দরজার ওপর দুমদুম ধাক্কা দিয়ে ছেলেকে ডাকলেন মিসেস মনোয়ারা (ছদ্মনাম)। মিনিট পাঁচেক পর চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলল সোহেল। বয়স আনুমানিক ২৫/২৬ হবে, পরনে শুধু একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট। মায়ের সঙ্গে পাশের বাড়ির আন্টিকে দেখে থমমত খেয়ে যায় সোহেল। কিছু বলার আগেই ঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দেন মিসেস মনোয়ারা, কি করছিলি ভেতরে, দরজা খুলতে দেরি হলো কেন? সোহেল কিছু বলার আগেই পাশের আন্টি বললেন, এটা কি করলেন ভাবী, এত বড় ছেলের গায়ে হাত তুললেন? রাগে গরগর করছেন মিসেস মনোয়ারা, জানেন না ভাবী এ যুগের ছেলেমেয়েগুলোকে কন্ট্রোল করা খুব কঠিন। এদেরকে কড়া শাসনে না রাখলে একেবারে বখে যাবে। সোহেলের দিকে তাকান পাশের বাড়ির মিসেস জোবেদা। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে মুখটা। ভীষণ মায়া হলো মিসেস জোবেদার। সোহেলকে বললেন, তুমি ভেতরে যাও বাবা।

এবার মুখোমুখি বসলেন মিসেস মনোয়ারার। তিনি যা বললেন তার সার সংক্ষেপ হলো : সোহেলরা দুই ভাই। ছোটবেলা থেকে মায়ের কড়া শাসনে বড় হয়েছে। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত মা-ই সোহেলকে আনা-নেয়া করতেন। এখন সোহেল একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ফার্মাসিতে পড়ে। এখনো মিসেস মনোয়ারা কড়া শাসন করেন। ছেলে কার সঙ্গে ফোনে কথা বলে, তার কল লিস্ট তিনি চেক করেন। কোনো মেয়ে সহপাঠী ফোন দিতে পারবে না। কোনো বন্ধুর বাসায় যেতে পারবে না। ভার্সিটি থেকে ফিরতে দেরি হলে তুলকালাম বাঁধিয়ে দেন। চুপ করে সব শুনলেন মিসেস জোবেদা। নিজের মেয়ে দুটির কথা ভাবলেন। তার একটি মেয়ে ভার্সিটিতে আর একটি কলেজে পড়ে। কই তিনি তো তার মেয়েদের এত শাসন করেন না। বরং কিছুটা স্বাধীনতাই দিয়েছেন। যে যুগ পড়েছে তাতে কিছুটা স্বাধীনতা না দিলে ভবিষ্যতে চাকরি করবে কীভাবে? তবে তিনি তৃতীয় কারো সামনে ছেলেকে চড় মারার ব্যাপারটা মানতে পারলেন না। তার মেয়ে দুটিকে তিনি শাসন, আদর দুটোই করেন। কিন্তু তাই বলে অন্য কারো সামনে চড় মারার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্য কারো সামনে শাসন করলে বা মারলে সন্তানরা হীনম্মন্যতায় ভোগে। তিনি বোঝালেন মিসেস মনোয়ারাকে।

সেদিন রাতেই অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে সোহেল। সময়মতো হাসপাতালে নেয়াতে বেঁচে যায় সে। মিসেস মনোয়ারা তার নিজের কর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। এ ধরনের ঘটনা বা সমস্যা আমাদের ঘরে ঘরে ঘটছে। অভিভাবকরা বুঝতে পারেন না অনেক সময় যে আসলে কীভাবে সন্তানকে গাইড করতে হবে। কিছু অভিভাবক আছেন সন্তানদের এত বেশি শাসন করেন যে তাদের কোনো কথাই শুনতে চান না। ছেলেমেয়েদেরও তো কিছু বলার থাকতে পারে। সেগুলো ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। তাদেরকে যদি কোনো সুযোগ দেয়া না হয় তারা কার সঙ্গে শেয়ার করবে তাদের কথাগুলো। অনেক বাচ্চা আবার অতিরিক্ত কড়া শাসনের ফলে আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

একজন মা নাতাশা। তার মেয়ে মুনা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন থেকে শুরু হয় মায়ের কড়া শাসন। এটা করবে না, ওটা করবে না, স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলো কেন, অসময়ে শুয়ে আছ কেন– শুনতে শুনতে মুনা হাঁপিয়ে উঠছিল। তার ওপর মা যখন তখন ধরে মারত। মুনার কোনো বান্ধবী ছিল না। স্কুলেও কারো সঙ্গে মিশত না। ফলে ধীরে ধীরে পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে উঠল মুনা। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল খুব খারাপ হলো। স্কুলে হেডমিস বললেন ৭ম শ্রেণিতে আরেক বছর রাখার জন্য। রাগে ক্ষোভে মিসেস নাতাশা মেয়েকে এমন বকাঝকা এবং প্রহার করলেন যে মুনা এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর সে আর কাউকে চিনতে পারল না। ডাক্তার বললেন নার্ভাস ব্রেকডাউন, সারতে সময় লাগবে। এ তো গেল শাসনের কথা। আবার অতিরিক্ত আদর করলে কি হয় তারই একটি ঘটনা শুনুন রিয়ার মুখ থেকে : আমরা ৪ বোন এক ভাই। স্বাভাবিকভাবেই মা থেকে শুরু করে আমরা

অভিভাবকরা কী করবেন?

● ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বড় করুন। তাকে ভালো-মন্দ বুঝতে দিন, ডিসিপ্লিন শেখান।

● বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করার অভ্যাসটা যেন ছোটবেলা থেকেই গড়ে ওঠে। অতিরিক্ত শাসন এবং আদর করা থেকে বিরত থাকুন।

● সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশুন। তার সব কথা মন দিয়ে শুনুন। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আপনার ছোটবেলার কথা, জীবনের সংগ্রামের কথাগুলো শেয়ার করুন।

● লেখাপড়ায় যদি অমনোযোগী হয় তবে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন। রেজাল্ট খারাপ করলে মারধর না করে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নিতে বলুন।

● সন্তানদের সামনে বাবা-মা কখনো ঝগড়া করবেন না। কেউ কাউকে ছোট করে কথা বলবেন না। তাহলে পরবর্তী সময়ে আপনার সন্তান আপনাকে সম্মান করবে না।

● বাড়িতে মেহমান এলে তাদের সঙ্গে মিশতে দিন। মাঝে মাঝে খেলাধুলার সুযোগ করে দিন। বিনোদনের ব্যবস্থাও রাখুন। সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে যান। মাঝে মাঝে দুপুরে লাঞ্চ অথবা রাতে ডিনার করতে বাইরে কোনো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান। এতে ওরা খুশি হবে।

● অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না। বাইরের মানুষের সামনে সন্তানদের কখনো বকাঝকা বা মারধর করবেন না। এতে ওরা হীনম্মন্যতায় ভুগবে। বাবা-মা হিসেবে আপনাকেই বেশি ধৈর্য ধরতে হবে। ছোটবেলা থেকে এভাবে ওদেরকে লালন-পালন করলে অবশ্যই তারা সুসন্তান হিসেবে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

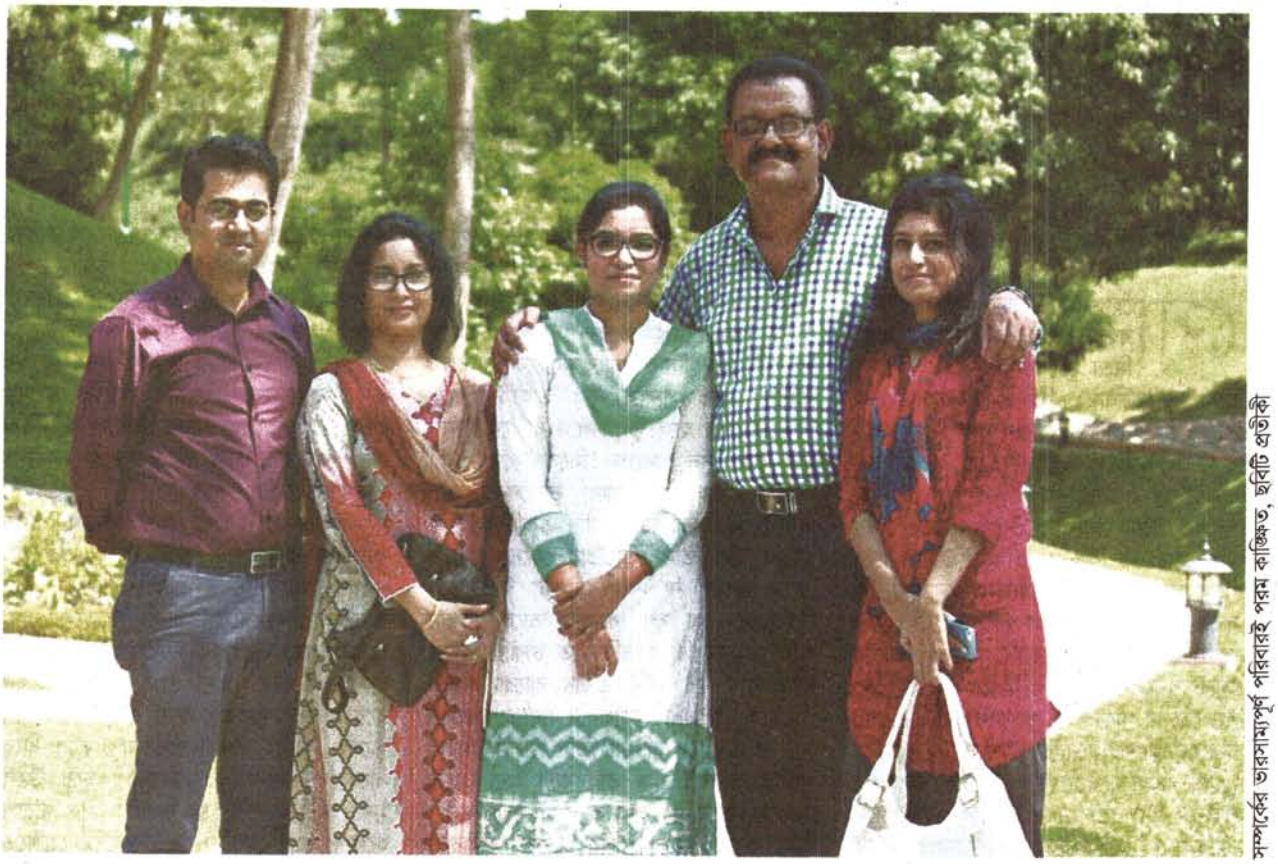

সম্পর্কের ভারসাম্যপূর্ণ পরিবারই পরম কাঙ্ক্ষিত, ছবিটি প্রতীকী

বাবা খুব আদর করেন কিন্তু মা খুব শাসন করেন। যেমন, রাত জেগে কম্পিউটারে মুভি দেখা যাবে না, দরজা কেন বন্ধ করলাম, ফোনে কার সঙ্গে কথা বলি ইত্যাদি। মা বুঝতে চায় না যে আমি এখন বড় হয়েছি, আমার একটু স্বাধীনতা দরকার। এ জন্য মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে, আবার রাগও হয়। তবে যখন নিজে নিজে ভাবি তখন মনে হয় এই শাসনটারও দরকার আছে

সবাই ভাইকে খুব ভালবাসতাম। এমনিতে সে খুব ভালো ছিল। কলেজে পড়ার সময় তার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ঠিকমতো খেত না, বাসায় ফিরত দেরি করে, কলেজে যেত না, পড়াশোনা করত না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পাড়ার কিছু বন্ধুর সঙ্গে মিশে সে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে। বাবা মা ভীষণভাবে ভেঙে পড়লেন। তাকে শোধরানোর জন্য একটা মাদকাসক্ত নিরাময় ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো। যে কদিন ক্লিনিকে ছিল ভালোই ছিল। ক্লিনিক থেকে বাসায় আসার পর দু-চারদিন ভালো ছিল। এরপর আবার একই রাস্তায় চলে গেল। আমার মায়ের গয়না, দামি-দামি জিনিসপত্র সব নিয়ে গেল। ওর টেনশনে বাবা হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর আবার ক্লিনিকে ভর্তি করানো হলো। এভাবে প্রায় ৪/৫টা ক্লিনিকে ভর্তি করানো হলো। যতদিন ক্লিনিকে থাকে ভালো থাকে, বের হয়ে আবার নেশার জগতে চলে যায়। প্রতিদিন তাকে ১/২শ টাকা দিতে হতো। একে তো বাবা নেই তার ওপর কোনো ইনকাম সোর্স না থাকাতে টেনশনে মা ব্রেন স্ট্রোক করলেন। ১০ দিন হাসপাতালে থাকার পর মাও চলে গেলেন। মার মৃত্যুর পর ভাইকে আবার একটি ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। চোখ ছলছল করে উঠল রিয়ার। আমার ভাইয়ের মতো কোনো ভাইয়ের যেন এমন করুণ পরিণতি না হয়।

এবার দেখা যাক কড়া শাসন এবং স্বাধীনতা-এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মতামত কি?

আশা (ছদ্মনাম)-একটি প্রাইভেট ভার্সিটিতে বিবিএ পড়ে। তার কথায়, বাবা খুব আদর করেন কিন্তু মা খুব শাসন করেন। যেমন, রাত জেগে কম্পিউটারে মুভি দেখা যাবে না, দরজা কেন বন্ধ করলাম, ফোনে কার সঙ্গে কথা বলি ইত্যাদি। মা বুঝতে চায় না যে আমি এখন বড় হয়েছি, আমার একটু স্বাধীনতা দরকার। এ জন্য মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে, আবার রাগও হয়। তবে যখন নিজে নিজে ভাবি তখন মনে হয় এই শাসনটারও দরকার আছে।

তুষারের কথা : আমি এমবিএ পড়ি। আমার মা এত কড়া যে মাঝে মাঝে আমার রুমে এসে বসে থাকে পড়ার সময়। কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, কখন ফিরব এসব প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বাইরে থেকে ফিরতে দেরি হলে হইচই বাঁধিয়ে ফেলে।

মায়ের এমন আচরণে আমি দিন দিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। নিজেকে কারাগারে বন্দি আসামির মতো মনে হয়। মাঝে মাঝে গায়ে হাতও তোলে। মাকে প্রচণ্ড ভয় পাই আমি।

এর ঠিক বিপরীত কথা বলল জয়। 'আমার মা আমার পুরো পৃথিবী। তিনি আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছেন ছোটবেলা থেকেই। আমার সব কথা আমি মার সঙ্গে শেয়ার করি। মা-ই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তিনি আমাকে শাসন আদর দুই-ই করেন। আমাদের পরিবারটা একটা সুখী পরিবার। আমার অনেক বন্ধুর কাছে শুনি তাদের মা নাকি খুব কড়া শাসন করেন। যার কারণে তাদের খুব মন খারাপ থাকে। এদিক থেকে আমি আসলে খুব ভাগ্যবান। ■